ইসলামে নারীর পোষাক – 'বোরখা' না 'হিজাব' প্রসঙ্গে

(**Re**: **http://www.mukto-mona.com/Articles/skm/Hijab.pdf**)

কামরান মির্জা সাহেবের আর্টিকলটি তখনই পড়ে নিয়েছিলাম, তথাপি ওনি বলাতে আবার একবার পড়ে নিলাম। মুসলিম মহিলাদের পর্দাপ্রীতি, পর্দা নিয়ে বাড়াবাড়ি, উন্নত দেশে যেয়ে পর্দার প্রতি আশক্তি ... এসব ব্যাপারে জনাব মির্জার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। একমত না হয়ে তো উপায় নেই। মির্জা সাহেবের লেখাটি উপরের লিংক থেকে যে কেহ পড়ে নিতে পারেন। পর্দার জন্য মুসলিম মহিলারা নিজেরাও যে কিছুটা দায়ী সেটাও তাদের স্বীকার করতে হবে। আর পুরুষের জোর-জবরদস্তি তো রয়েছেই। এখন দেখা যাক কোরান এ বিষয়ে কি বলে।

মির্জা সাহেব কোরান থেকে মোট তিনটি ভার্স কোট করেছেন (33.33, 33.59, 24.31)। যেহেতু মির্জা সাহেব নিজেই কোট করেছেন সেহেতু মহিলাদের পর্দার উপর এর চেয়ে বেশী হিউমিলিয়েটিং ভার্স কোরানে আর নেই বলেই ধরে নেওয়া যায়! অর্থাৎ, এক্ষেত্রে ওনাকে ১০০% বিশ্বাস করা যায়, কি বলেন মির্জা সাহেব?

মির্জা সাহেবের ভার্স 33.33

33.32: O wives of the prophet, you are not the same as any other women, if you observe righteousness. (You have a greater responsibility.) Therefore, you shall not speak too softly, lest those with disease in their hearts may get the wrong ideas; you shall speak only righteousness.

33.33: You shall settle down in your homes, and do not mingle with the people excessively, like you used to do in the old days of ignorance. You shall observe the Contact Prayers (Salat), and give the obligatory charity (Zakat), and obey GOD and His messenger. GOD wishes to remove all unholiness from you, O you who live around the Sacred Shrine, and to purify you completely.

এমন কথা আগেও শুনেছি। ভার্সটি পড়লে যে কেহ একটু নড়ে চরে বসবে। আমি শুধুই কমনসেন্স এ্যপ্লায় করে এই ভার্সটাতে ক্লিক করতে বাধ্য হয়েছি কারণ জনাব মির্জার কথার সাথে আমার কমনসেন্স সায় দেয় নি। মানুষ হয় অজ্ঞতাবশত না হয় বিদ্বেষমূলকভাবে অথবা চরম নির্লজ্জভাবে ভার্স 33.33 কোট করে মুসলিম মহিলাদের অন্দর মহলে বন্দি করে রাখতে চায়! যারা সতি সত্যিই রাখতে চায় তারা যেমন এই ভার্স কোট করে; আবার অন্যরাও একই ভার্স কোট করে আগের গ্রুপকে 'লিগ্যাল সার্টিফিকেট' দিয়ে দেয়! এ এক মহা সমস্যা!!!

অথচ, ঠিক তার আগের ভার্স 33.32 পড়লে একদম পরিস্কার যে ভার্স 33.32 এবং 33.33 **শুধুই** প্রফেট মুহাম্মদের ওয়াইফদের জন্য প্রযোজ্য।

যদিও কিছু মানুষ 'আউট অব্ কনটেক্স' ফ্রেজটাকে যাচ্ছেতাই ভাবে সরবতের মত ব্যবহার করছে তথাপি 'ফ্রেজটা' যে একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মত নয় সেটা মির্জা সাহেব নিজেই প্রমান করে দেখালেন।

মির্জা সাহেবের পরের ভার্স 24.31

24.30: Tell the believing men that they shall subdue their eyes (and not stare at the women), and to maintain their chastity. This is purer for them. GOD is fully Cognizant of everything they do.

24.31: And tell the believing women to subdue their eyes, and maintain their chastity. They shall not reveal any parts of their bodies, except that which is necessary. They shall cover their chests, and shall not relax this code in the presence of other than their husbands, their fathers, the fathers of their husbands, their sons, the sons of their husbands, their brothers, the sons of their brothers, the sons of their sisters, other women, the male servants or employees whose sexual drive has been nullified, or the children who have not reached puberty. They shall not strike their feet when they walk in order to shake reveal certain details of their bodies. All of you shall repent to GOD, O you believers, that you may succeed.

আবারো শুধুই 24.31 কোট করে 'আউট অব্ কন্টেক্স' ফ্রেজটাকে ডাহা সত্য প্রমাণ করলেন, মির্জা সাহেব! Come on Mr. Mirza! Do the right thing. People will trust and respect you.

ঠিক আগের ভার্স 24.30 দেখুন কি বলা আছে। প্রথমে পুরুষদেরকে Chastity রক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারপর মহিলাদের। এখন যদি 24.30 এবং 24.31 ভার্স দুটি এ্যাড করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে পুরুষ এবং মহিলা উভয়কেই মূলতঃ Chastity রক্ষার উপরেই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। তবে মহিলাদের উপর কিছুটা বেশী বার্ডেন দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে পরে আসছি।

মির্জা সাহেবের পরের ভার্স 33.59

33.59: O prophet, tell your wives, your daughters, and the wives of the believers that they shall **lengthen their garments**. Thus, they will be recognized (as righteous women) and **avoid being insulted**. GOD is Forgiver, Most Merciful.

ড্রেস কিছুটা ঢিলেঢালা করে পরতে বলা হয়েছে। প্রথমে যেটা বোঝা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে সেই সময় হয়তবা কম/টাইট কাপড় পরিধানরত মেয়েদের রাস্তাঘাটে ইনসাল্ট/উত্তপ্ত করা হইত। যেটা এখনকার যুগে অনেক দেশেই আর হয় না। ফলে এখনকার প্রেক্ষাপটে এই অংশটা প্রযোজ্য নাও হতে পারে। এর বেশী আর কিছুই বলা হয়নি। ব্যাপারটা অনেকটা মহিলাদের নিজস্ব চয়েসের উপরই ছেরে দেওয়া হয়েছে কারণ স্পষ্ট কোন ড্রেসকোড এর নির্দেশ দেওয়া হয়নি। অস্বাভাবিক কিছু ইমপোজও করা হয়নি। এমন কোন Sane person কি এই পৃথিবীতে আছেন যিনি বাংলাদেশী/ইন্ডিয়ান মহিলাদের ট্র্যাডিশনাল ড্রেসকে এই ভার্সের প্রেক্ষাপটে আন-ইসলামিক বলতে পারেন? লজ্জা না করে একজন অন্ততঃ এগিয়ে আসুন, প্লিজ। তার মানে কি দারালো। মানে 'ইসলামিক ড্রেসকোড' বলতে মঙ্গলগ্রহ থেকে আগত অদ্ভুত কিম্ভুতকিমাকার কোন 'ড্রেসকোডকে' নিশ্চয় বুঝানো হচ্ছে না। এ এক অতি সাধারণ ড্রেস হতে পারে যেটা হিন্দু/মুসলিম/খৃষ্টান/বৌদ্ধ নির্বিশেষে পরিধান করছে। আর 'ইসলামিক ড্রেসকোড' বলতে তো আসলে কোরানে কিছুই নেই!

- মির্জা সাহেবের ভার্স 33.33 কে ফুল-বোল্ড-আউট করা হয়েছে!
- ভার্স 33.59 নিয়ে উপরে আলোচনা করা হয়েছে। অস্বাভাবিক কিছুই নেই!
- ভার্স 24.31 এর ২/৩ অংশ (?) বোল্ড-আউট করা হয়েছে! কারণ, ভার্স 24.30 এর উপর ব্যাসিস করে Chastity কেই আমি বেশী ওয়েট দিচ্ছি।
- বাকি থাকলো 24.31 এর ১/৩ অংশ!

মির্জা সাহেব, ৬৬৬৬ টি ভার্সের মধ্যে একটি মাত্র ভার্সের ১/৩ অংশ নিয়ে এত হৈ হৈ রৈ রৈ!!! এ তো মনে হচ্ছে 'মশা মারতে কামান দাগার' চেয়েও বড় কিছু একটা করে ফেলেছেন! সাবাস মির্জা সাহেব!

মির্জা সাহেব লিখেছেনঃ

"**কোন আয়াতেই শুধু মাথার চুল ঢাকার কথা বলা হয়নি।** কোরানে বলা আছে যে **তোমরা তোমাদের সৌন্দর্য্যকে ঢেকে রাখ** ... একথার মানেটা কি?"

মির্জা সাহেবের উপরের বক্তব্য থেকে কারো মনে হতে পারে 'কোরানে মাথার চুল ঢেকে রাখার কথা তো বলা হয়েছেই; শুধু তা'ই নয় মুখমন্ডল সহ সম্পুর্ণ শরীরও ঢেকে রাখতে নির্দেশ দিয়েছে!'

এর পর মির্জা সাহেব মহিলাদের মুখমন্ডলের বর্ণনা দিয়ে, বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে বিশাল এক তাফসির ফেঁদেছেন এই বলে 'কেন মহিলাদের হিজাব নয়, বোরখা-ই পরতে হবে'। মনে হচ্ছে মির্জা সাহেব মহিলাদের বোরখা পরিয়েই তবে ছারবেন! বাহ্ বেশ সুন্দর তাফসির, মির্জা সাহেব!

"**তোমরা তোমাদের সৌন্দর্য্যকে ঢেকে রাখ**" ... এই কথা কোথা থেকে আবিস্কার করলেন? এটা আপনার কথা নাকি কোরানের কথা? ভুল বলেছেন নাকি মিথ্যা বলেছেন? আপনারই কোট করা তিনটি ভার্সে অন্ততঃ এমন কথা খুঁজে পেলাম না!

প্রকৃতপক্ষে কোরানে যেমন 'চুল' ঢাকার কথা বলা নেই তেমনি আবার 'সৌন্দর্য্যকে' ঢেকে রাখার কথাও বলা নেই। ঠিক মির্জা সাহেব?

সুতরাং, এখানে 'বোরখা' নাকি 'হিজাব'? ... প্রশ্নটি অবান্তর। কেন বলছেন যে 'এই'টি না হলে 'ঐ'টি-ই হতে হবে? কেন 'এই' এবং 'ঐ' এর ঘোর থেকে বের হতে পারছেন না? কেন 'বোরখা' এবং 'হিজাব' দুটোকেই মাথা থেকে সরাতে পারছেন না? কেন অন্ততঃ একটার লিগ্যালিটি খুঁজছেন? আপনারও মগজ মনে হচ্ছে ভালয় ধোলায় হয়েছে যা থেকে এখনও বের হতে পারেন নি!

এখন দেখা যাক সেই বাকি ১/৩ অংশে কি এমন 'মনি-মুক্তা' আছে।

24.31: " ... They shall not reveal any parts of their bodies, **except that which is necessary** ...."

মির্জা সাহেব, আপনি কি উপরের এই অংশটার বাংলা করেছেন '**তোমরা তোমাদের সৌন্দর্য্যকে ঢেকে রাখ**'? এবং এই অংশ অনুযায়ী সাজেষ্ট করেছেন মুখমন্ডল সহ পুরো শরীর 'তাঁবু' দিয়ে ঢেকে রাখতেই হবে? ছিঃ মির্জা সাহেব, আপনার রুচিবোধ দেখে অবাক হচ্ছি! আপনি কি এই অংশে কোনই ফ্রিডম খুঁজে পাচ্ছেন না? আমি কিন্তু ফুল ফ্রিডম দেখছি। **হাইলাইট করা অংশটা পড়ে নিন।**

24.31: " ... They shall cover their **chests** ...."

আমেরিকা-ইউরোপের উন্মুক্ত সি বিচ গুলোতেও মহিলারা কিছুটা হলেও তাদের চেষ্ট ঢেকে রাখে, কি বলেন। কি এমন মহা 'অপ্রগতিশীল' কথা এখানে বলা হয়েছে যে তার জন্য রে রে করতে হবে? আচ্ছা বলেন তো, এমনকি আমেরিকা-ইউরোপেও পুরুষ-মহিলাদের পাবলিক টয়লেট আলাদা কেন? কোন স্পোর্টস-এ পুরুষ vs. মহিলা কমপিট করে না কেন? জানেন কি, চাইনিজ ইউনিভার্সিটিগুলোতে ছেলে এবং মেয়েদের হোস্টেল আলাদা এবং মেয়েদের হোস্টেলের গেটে বাংলাদেশের মতই দারোয়ান রাখা হয় যাতে ছেলেরা ভেতরে না ঢুকতে পারে! ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে যে একটা পার্থক্য রয়ে গেছে সেটা কি অস্বীকার করছেন। ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে যেটুকু পার্থক্য আছে এর বেশী কিছু কি মেয়েদের উপর এখানে ইমপোজ করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে?

24.31: " ... They shall not strike their feet when they walk in order to shake reveal certain details of their bodies ...."

এখনকার প্রেক্ষাপটে এই অংশটা প্রযোজ্য নাও হতে পারে কেননা রাস্তাঘাটে মহিলাদের আর সেভাবে ইনসাল্ট/উত্তপ্ত করা হয় না। একেবারে যে হয় না তাও না! তাছারা এ প্রসঙ্গটি 'ড্রেসকোড'-এর বাহিরে।

এই বিজ্ঞান এবং গবেষনার যুগে 'তুলনা' করতেই হবে মির্জা সাহেব। আর তুলনার জন্য আমি বার বার বাইবেলকেই বেছে নেব কারণ বাইবেল হইলো কোরানের ইমিডিয়েট আগের ধর্মগ্রন্থ এবং এও বলা হয় যে বাইবেল সংস্কার করা হয়েছে। আমি ইদানিং 'চ্যালেঞ্জ' টার্মটা একটু বেশীই ব্যবহার করছি কিছুটা বাধ্য হয়েই! এখানেও একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছি। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি যে মহিলাদের 'পর্দার' ব্যাপারে বাইবেল থেকে কোরান প্রগতিশীল। এটাই স্বাভাবিক। কারণ? কারণ খুবই সিম্পল, সময়ের ব্যবধান। সম্ভব হলে যে কেহ চ্যালেঞ্জ খন্ডন করুন। খৃষ্টান মহিলাদের উদাহরণ দিলে হবে না, সরাসরি বাইবেল থেকে দেখাতে হবে। তার আগে ভিন্নমত ওয়েবসাইট থেকে মহিলাদের উপর বাইবেলের ভার্সগুলো দেখে নিন।

আপনার লেখাটি পড়ে অভিজিৎ রায়ের আর্টিকেলের একটি কৌতুকপূর্ণ কথা মনে পড়ে গেল। কেহ হয়ত কোরানের কোন আয়াত কোট করে সম্ভবতঃ দাবি করেছে যে কোরানে পৃথিবীর ঘূর্ণনের কথা বলা আছে। অথচ সেই আয়াতে নাকি পৃথিবীর নাম'ই উল্লেখ নেই। তার উত্তরে অভিজিৎ রায় লিখেছেন ''সে এই আয়াতের মধ্যে জোর করে পৃথিবীকে গুঁজে দিয়ে পৃথিবী সহ ঘুরাতে চাচ্ছে!''।

আপনার অবস্থাও মনে হচ্ছে সেরকমই, আপনি কোরানের মধ্যে জোর করে বোরখাকে ভরে দিয়ে মুসলিম মহিলাদের একেবারে বোরখা পরিয়েই তবে ছার দেবেন!

সারসংক্ষেপঃ কোরান মহিলাদের পর্দার ব্যাপারে কোন রকম এক্সট্রা বার্ডেন চাপিয়ে দেয় নি, যেটা বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। পুরুষ এবং মহিলা উভয়কেই Chastity রক্ষার উপরই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে, যেটা এখন পর্যন্ত যে কোন সুস্থ্য সমাজেই ভাল চোখে দেখা হয়। তাহলে মহিলাদের উপর এতসব 'এক্সট্রা বার্ডেন' আসলো কোথা থেকে সেটা এক মস্তবড় প্রশ্ন??? মির্জা সাহেব কোরানের বাহিরে কিছু কিছু সোর্স থেকে কোট করেছেন ওনার পয়েন্টগুলোকে জাস্টিফাই করার জন্য। এ ব্যাপারে ওনার কোন দোষ দেখছিনা।

যাহোক, সুস্থ্য এবং সচেতন মানুষদের কাছে আমার প্রশ্নঃ

স্বয়ং কোরানে যেখানে মহিলাদের পর্দার ব্যাপারে অনেকটা ফ্রিডম সহ পূর্ণ দিকনির্দেশনা দেওয়া আছে সেখানে Who are those evil stupid nonsense idiots who impose extra burden on women in the name of Islam? This is insanity, isn't it?

এখন বলুন মির্জা সাহেব, মহিলারা 'হিজাব' নাকি 'বোরখা' পরবে???

নাকি এটা তাদের ব্যক্তিগত চয়েস??

কোরান কি বলে?

আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে মির্জা সাহেব ভাবিকে কেমন ড্রেস পরান! ভাবির একখান ছবি ওয়েবসাইটগুলোতে পাঠিয়ে দিন না, প্লিজ। শরীরের আপার পার্ট খোলা থাকলে আরো ভাল হতো। কথা দিচ্ছি, ভাবিকে মা/বোনের মতই দেখব, কোন 'কু-নজরে' দেখব না। আর 'কু-নজরে' দেখলেও তো আপনার কিছুই যায় আসে না, কারণ আপনি তো এসবের ঊর্ধে উঠে গেছেন, নয় কি?

কোন কথায় মনে আঘাত পেয়ে থাকলে দুঃখিত!

ধন্যবাদ।

রায়হান

ahumanb@yahoo.com